যুগান্তর
তারিখ ... 22 JUL 2008
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ৫

যশোর বোর্ডে জিপিএ-৫ প্রাপ্তিতে তারতম্য

তড়িঘড়ি করে খাতা মূল্যায়নকেই দায়ী করছেন শিক্ষকরা

যশোর ব্যুরো

তড়িঘড়ি করে খাতা মূল্যায়নের কারণে চলতি বছর যশোর শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলে তারতম্য ঘটেছে বলে বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষকরা মনে করছেন। সংশ্লিষ্ট স্কুলের শিক্ষকরা এই বলে যুক্তি দেখিয়েছেন, নির্বাচনী পরীক্ষায় অনেক ছাত্রছাত্রী জিপিএ-৫ পেলেও এসএসসির ফলাফলে তা তারা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছে। আবার নির্বাচনী পরীক্ষায় প্রায় ৪ পয়েন্ট পাওয়া শিক্ষার্থী এসএসসির ফলাফলে জিপিএ-৫ লাভ করে চমক দেখিয়েছে। তবে শিক্ষাবোর্ড কর্তৃপক্ষ শিক্ষকদের যুক্তি আমলে না নিয়ে বলেছে, স্কুলের নির্বাচনী পরীক্ষার সঙ্গে এসএসসির ফলাফলে তারতম্য ঘটাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। চলতি বছর এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলে দেখা গেছে, যশোর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড থেকে ৭৫ হাজার ২০৯ জন ছাত্রছাত্রী উত্তীর্ণ হয়েছে। এর মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৪ হাজার ৭৯ জন শিক্ষার্থী। সূত্র মতে, এবার যশোর বোর্ডের অধীনে ২ হাজার ২৯৭টি বিদ্যালয় থেকে ১ লাখ ৫ হাজার ২৯৬ জন ছাত্রছাত্রী এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়। সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানায়, যশোর বোর্ডে সব বিষয়ে জিপিএ-৫ পেয়েছে এমন শিক্ষার্থীর সংখ্যা মাত্র ৪ শতাধিক। আর এ জন্য কোন কোন স্কুলের শিক্ষকরা মনে করছেন, নির্বাচনী পরীক্ষার হিসাবে জিপিএ-৫ ও সব মিলিয়ে জিপিএ-৫ পাওয়ার ক্ষেত্রে তারতম্য ঘটেছে। এবার যশোর জেলা থেকে সবচেয়ে ভালো ফলাফল করেছে পুলিশ লাইন মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এ স্কুল থেকে ৯১ জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় অংশ নিয়ে সবাই উত্তীর্ণ হয়েছে। এর মধ্যে জিপিএ-৫ অর্জন করেছে ৬১ জন শিক্ষার্থী। তবে সূত্র বলেছে, এ স্কুলের মাত্র ২১ জন শিক্ষার্থী সব বিষয়ে জিপিএ-৫ পেয়েছে। অথচ স্কুলের নির্বাচনী ফলাফলে দেখা গেছে, জিপিএ-৫ পেয়েছে ২৮ জন ছাত্রছাত্রী। যার মধ্যে মাত্র ৩ জন সব বিষয়ে জিপিএ-৫ পেয়েছিল। এসএসসির ফলাফলে দেখা যায়, নির্বাচনী পরীক্ষায় জিপিএ-৪ বা কাছাকাছি মানের পয়েন্ট পাওয়া অনেক ছাত্রছাত্রী জিপিএ-৫ পেয়েছে। একইভাবে এ স্কুলের ৬ শিক্ষার্থী নির্বাচনী পরীক্ষায় জিপিএ-৫ না পেলেও এসএসসিতে সব বিষয়ে জিপিএ-৫ পেয়েছে। অপরদিকে সব বিষয়ে জিপিএ-৫ পাওয়া মেধাবী ছাত্র খালেদ বিন মঈন উদ্দিন এসএসসির ফলাফলে জিপিএ-৫ অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। জিপিএ-৫ অর্জনের ক্ষেত্রে এমন তারতম্য ঘটেছে সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও জেলা স্কুলসহ বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নির্বাচনী পরীক্ষায় কম নম্বর পাওয়া অনেক ছাত্রছাত্রী মেধাবীদের চেয়েও এসএসসিতে ভালো ফলাফল করেছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে যশোরের কয়েকটি স্কুলের শিক্ষকরা জানান, একশ্রেণীর কম যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকদের দিয়ে খাতা মূল্যায়নের কারণে জিপিএ-৫ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে এমন তারতম্য ঘটেছে। সংশ্লিষ্ট শিক্ষকরা আরও যুক্তি দেখিয়েছেন, একজন শিক্ষকের পক্ষে মাত্র ১৫ দিনে এসএসসির মতো গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার ২০০ খাতা সঠিকভাবে মূল্যায়ন সম্ভব নয়। আবার বিষয়ভিত্তিক শিক্ষককে খাতা মূল্যায়নের সুযোগ না দিয়ে অন্য শিক্ষকের ওপর এ দায়িত্ব প্রদানের কারণেও ফলাফলে তারতম্য ঘটেছে বলে তারা মনে করছেন। এ ব্যাপারে যোগাযোগ করা হলে শিক্ষা বোর্ডের একজন পদস্থ কর্মকর্তা জানান, পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নে শিক্ষকদের ভিন্নতা থাকা স্বাভাবিক। তবে বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষকরা এসএসি পরীক্ষার্থীদের জিপিএ-৫ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে তারতম্যের যে কারণ দেখিয়েছেন তার কোন যুক্তি নেই। তবে খাতা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সময়সীমা বাড়ানোর জন্য ওই কর্মকর্তা মত দেন।